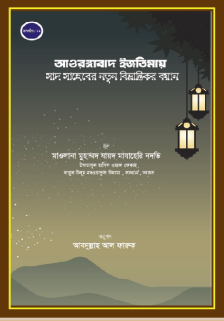

তাবলীগ : ১১

আওরঙ্গাবাদ ইজতিমায়
সাদ সাহেবের নতুন বিভ্রান্তিকর বয়ান

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফিক্‌হ,
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ, ভারত

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

গোশত-রুটি দিয়ে ওলিমা আয়োজন করা কি শাশ্বত সুন্নতের পরিপন্থী?

এমন ভুল আয়োজন করার কারণে খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পেয়েছেন, সাদ সাহেবের এমন কথা কতটুকু সত্য?

এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষণ।

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল আসআদ

আশুলিয়া, ঢাকা
01511525070

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল আযহার

মধ্যবাড্ডা। বাংলাবাজার। যাত্রাবাড়ি। সিলেট।

019 24 07 63 65

আওরঙ্গাবাদ ইজতিমায়
সাদ সাহেবের নতুন বিভ্রান্তিকর বয়ান

গোশত-রুটি দিয়ে ওলিমা আয়োজন করা কি শাশ্বত সুন্নতের পরিপন্থী? এমন ভুল আয়োজন করার কারণে খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেয়েছেন, সাদ সাহেবের এমন কথা কতটুকু সত্য? এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষণ।

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

তাবলীগ : ১১

আওরঙ্গাবাদ ইজতিমায়
সাদ সাহেবের নতুন বিভ্রান্তিকর বয়ান

রচনা
মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফেকাহ,
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা , লাখনৌ, ভারত

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ

প্রথম সংস্করণ : মে ২০১৮ ঈ.
শাবান ১৪৩৯ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা,
ঢাকা
: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা : 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ৪০ [চল্লিশ] টাকা মাত্র

AOURONGABAD IJTIMAE SAD SAHEBER NOTUN BIVRANTIKOR BOYAN
Published by : Maktabatul Asad, Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 40.00 US $ 5.00 only.

সূচি

‘ওলিমায় গোশত-রুটির আপ্যায়ন সুন্নতপরিপন্থী’
মাওলানা সাদ সাহেবের এই চাঞ্চল্যকর
বয়ানের পর্যালোচনা : ০৭

শুষ্ক খেজুর বিলি করা বিয়ের সুন্নত; এটি ওলিমার
সুন্নত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওলিমায় খেজুর
বিলি করতেন না : ১০

শুধু যয়নাব রাদি. এর বিয়ের ওলিমাতেই
রাসূলুল্লাহ ﷺ গোশত-রুটির আপ্যায়ন
করেছিলেন, এ কথা ভুল : ১৫

উম্মত শুষ্ক খেজুর বিলি করাকে ওলিমা
মনে করে না, এটি কি উম্মতের ভুল? : ১৯

সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত রাদি. নিয়মিত
গোশত-রুটি দিয়ে ওলিমা আয়োজন করেছেন : ২১

যে বিয়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ গোশত-রুটির ওলিমা
করেছেন, সে বিয়েতে কষ্ট পেয়েছেন,
এ ধরনের বয়ান আদৌ সঙ্গত নয় : ২৫

‘ওলিমায় গোশত-রুটির আপ্যায়ন সুন্নতপরিপন্থী’ মাওলানা সাদ সাহেবের এই চাঞ্চল্যকর বয়ানের পর্যালোচনা

একাধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, ২৩, ২৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঈ. তারিখে অনুষ্ঠিত আওরঙ্গাবাদের ইজতিমায় মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি সাহেব বিয়ের মাহফিলে বিয়ের পূর্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে যেই বয়ান করেছেন, সেখানে তিনি ওলিমা অনাড়ম্বর হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বলেছেন, ‘ওলিমা অনাড়ম্বর হওয়া দরকার। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওলিমা এভাবে হতো যে, কখনো তিনি খেজুর বিলি করতেন, কখনো শুষ্ক খেজুর বিলি করতেন। ব্যস, ওলিমা হয়ে গেল। ব্যতিক্রম হলো হযরত যয়নাব রাদি. এর ওলিমা, যেখানে তিনি গোশত-রুটির আয়োজন করেছিলেন। যেই ওলিমার মাঝে তিনি তাঁর স্বাভাবিক আমল থেকে সরে ছিলেন, সেই ওলিমাতে তিনি কষ্ট পেয়েছেন।

আমাকে একাধিক ব্যক্তি এ তথ্য জানিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন যে, মাওলানা সাদ সাহেব লক্ষ ব্যক্তির উপস্থিতিতে যে কথাটি বললেন, তা কি তিনি সঠিক বলেছেন? ওলিমার আতিথেয়তায় গোশত-রুটির আয়োজন করা কি বাস্তবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চিরন্তন আমল ও সুন্নাতের পরিপন্থী?

যেহেতু এ ধরনের মানুষের মুখে মুখে শোনা কথার ওপর আস্থা রাখার সুযোগ নেই, অনুসন্ধান না করে কারো দিকে এ জাতীয় মন্তব্যের দায়ভার ছোড়া সমীচিন নয়, এজন্যে আমি সরাসরি মাওলানার বয়ান শুনে নিই। আমি প্রবল বিস্ময়ে দেখতে পেলাম, বাস্তবেই তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। তারা এ বয়ান শুধু কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ভুলই নয়; বরং এর অনেক বড় ক্ষতি হলো, লক্ষ মানুষের

মজলিসে এ ধরনের ভুল বয়ান করার ফলে তা উম্মতের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছাচ্ছে। এতে দ্বীনের ভুল প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে। কাজেই অনতিবিলম্বে এ ধরনের বক্তব্যের সংশোধন করা দরকার। আমি মাওলানার যে বয়ানটি শুনেছি, সেখানে মাওলানার যেই কথাগুলো আমার কাছে আপত্তিকর ও সংশোধনযোগ্য মনে হয়েছে, তা আমি মাওলানার শব্দেই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে দিলাম। মাওলানা বলেছেন,

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ میں کبھی کھجوریں تقسیم کردیں، کبھی چھوارے بکھیر دیئے آج اگر کوئی چھوارے کھلادے ولیمہ میں تو کوئی ولیمہ نہ مانے گا، کوئی اس کو ولیمہ نہ مانے گا، حالانکہ آپ کی ساری شادیاں ایسی ہی ہوئی ہیں، سوائے حضرت زینبؓ کے کہ اس میں آپ نے گوشت روٹی کا اہتمام کیا، حضرت زینبؓ اس پر فخر کرتی تھی کہ میرے نکاح میں گوشت روٹی کا انتظام ہوا ہے، اللہ کی شان کہ آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی، عجیب بات ہے کہ جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی میں آپ کو اذیت ہوئی، سوچنے کی بات ہے ہم غور کریں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت روٹی کے انظام کی وجہ سے الخ."

‘রাসূলুল্লাহ ﷺ ওলিমার মাঝে কখনো খেজুর বণ্টন করেছেন, কখনো শুষ্ক খেজুর বিলি করেছেন। আজ যদি কেউ ওলিমার অনুষ্ঠানে শুষ্ক খেজুর বিলি করে তাহলে কেউ এটাকে ওলিমা মানবে না। কেউ একে ওলিমা স্বীকার করবে না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সবগুলো বিয়ে এভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। ব্যতিক্রম হলো, হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ে। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ গোশত-রুটির আয়োজন করেন। হযরত যয়নাব রাদি. এ নিয়ে গর্বও করে বেড়াতেন যে, আমার বিয়েতে গোশত-রুটির আয়োজন করা হয়েছিল। আল্লাহর কুদরত দেখুন, তাঁর যে বিয়ে তাঁর চিরন্তন অভ্যাস থেকে সরেছিল, সেই বিয়েতে তিনি কষ্ট পেয়েছেন। এটা চিন্তার বিষয়। আমরা চিন্তা করি যে, যদি মুহাম্মদ ﷺ এর গোশত-রুটির আয়োজন করার কারণে...’

লক্ষ লক্ষ মানুষকে সম্বোধন করে মাওলানার উপরিউক্ত বয়ানে কয়েকটি বিষয় সামনে এসেছে,

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওলিমা অনাড়ম্বর হতো। এভাবে যে, কখনো সেখানে সাধারণ খেজুর বিলি হতো, কখনো শুষ্ক খেজুর বিলি হতো।

২. উম্মত অনেক বড় ভুলের স্বীকার যে, আজ যদি কেউ ওলিমার মাঝে শুষ্ক খেজুর ইত্যাদি বিলি করে তাহলে তারা সেটাকে ওলিমা মনে করে না।

৩. হযরত যয়নাব রাদি. ব্যতিরেকে অন্য কারো বিয়েতে তিনি গোশত-রুটির আয়োজন করেননি।

৪. গোশত-রুটি দিয়ে ওলিমার আতিথেয়তা করা তাঁর সবসময়ের অভ্যাস নয়; এটি বরং তাঁর অভ্যাসের পরিপন্থী।

৫. যেই ওলিমাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সবসময়ের আমল থেকে সরেছিলেন, সেই বিয়েতে তিনি কষ্ট পেয়েছেন।

৬. গোশত-রুটির ওলিমার আয়োজনের কারণে যদি নবি কষ্ট পেতে পারেন, তাহলে বিষয়টি উম্মতেরও বোঝা দরকার।

আমরা এ পুস্তিকায় খুবই সংক্ষেপে মাওলানার আলোচিত কথাগুলোকে কুরআন, সুন্নাহ ও সীরাতের আলোকে তাত্ত্বিক ও আনুসন্ধানিক নিরীক্ষণ পেশ করব। আশা করি, তা পড়ে যে কোনো মানুষ খুব সহজেই এ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, মাওলানার উচ্চারিত এ বয়ান কতটুকু সঠিক? মাওলানা এ ধরনের ইজতিহাদের মাধ্যমে উম্মতকে যেই বার্তা দিচ্ছেন, তা সঠিক, না-কি ভুল? যদি বাস্তবেই তা ভুল হয়ে থাকে তাহলে মাওলানাকে অবশ্যই এ ধরনের বয়ান ও ইজতিহাদ থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। যাদের শক্তি ও সক্ষমতা আছে, তাদের দায়িত্ব হলো, মাওলানার এ জাতীয় বয়ান ও ইজতিহাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। যে সকল মুফতি মানুষদেরকে ভুল পথ দেখায়, ভুল কৌশল বাতলে দেয়, এ ধরনের মুফতিদেরকে 'মুফতিয়ে মাজেন' বলা হয়। ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরনের মুফতিদের ফতোয়া বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন। ফতোয়ায়ে শামি-সহ নানা কিতাবে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সিরাতে মুসতাকিমের ওপর চলা ও সুদৃঢ়-অবিচল থাকার তাওফিক দিন। আসুন, এবার আমরা মূল অনুসন্ধান পড়ি।

শুষ্ক খেজুর বিলি করা বিয়ের সুন্নত; এটি ওলিমার সুন্নত নয় রাসূলুল্লাহ সা. ওলিমায় খেজুর বিলি করতেন না

মাওলানা সাদ সাহেব বলেছেন,

> "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے تو ایسے سادے ہوتے تھے کہ کھجور تقسیم کردیئے، کبھی چھوارے بکھیر دیئے، بس ہوگیا ولیمہ"
>
> 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওলিমা তো এতোটাই অনাড়ম্বরপূর্ণ হতো যে, খেজুর বিলি করেছেন, কখনো শুষ্ক খেজুর বিলি করেছেন। ব্যস, ওলিমা হয়ে গেছে।'

মাওলানার এ কথা মোটেই সত্য নয়। কেননা বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদিসে পরিষ্কার বিপরীত কথা আছে। বিভিন্ন হাদিসে শুষ্ক খেজুর বিলি করা বা ছড়িয়ে দেওয়ার আলোচনা অবশ্যই আছে; কিন্তু সেই বিলি স্রেফ বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে; ওলিমার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আর বিয়ের অনুষ্ঠানে খেজুর বা শুষ্ক খেজুর ছুড়ে মারার বর্ণনাটি যঈফ। এ কারণে বিষয়টি নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। এক্ষেত্রে আমলযোগ্য অভিমত হলো, বিয়ের আকদের অনুষ্ঠানে শুষ্ক খেজুর উড়িয়ে মারার অনুমতি রয়েছে। কিছু কিছু আলেম এটাকে মুসতাহাব বলেন। কিছু আলেমের অভিমত হলো, যদি চিৎকার-চেচামেছি, হৈ-হুল্লোড়, ক্ষয়-ক্ষতি ও মসজিদের অবমাননার আশঙ্কা থাকে তাহলে খেজুর উড়িয়ে মারার পরিবর্তে হাতে হাতে বণ্টন করা উত্তম। ইমাম তহাভি রহ. শরহু মাআনিল আসার গ্রন্থে, আল্লাম শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. ফতহুল মুলহিম গ্রন্থে, হযরত গাঙ্গুহি রহ. তাঁর ফতোয়ার মাঝে ও হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. নিজ কিতাবের মাঝে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। বিয়ের আকদের প্রাক্কালে শুষ্ক খেঁজুর ছড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কিত বর্ণনাটি নিম্নরূপ,

> حديث معاذ : "إنما نهيتكم عن نهبى العساكر فأما العرسان فلا" الحديث، وهو حديث ضعيف، في سنده ضعف وانقطاع، قال ابن المنذر : وهي حجة قوية في جواز أخذ ما نثر في العرس ونحوه . (فتح الملهم : ص ٢١، ج : ٢)

ইমাম তাহাভি রহ. এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হাদিস একত্র করেছেন। সবশেষে তিনি লিখেছেন,

حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث عن الحسن قال : لا بأس بانتهاب الجوز وقال محمد بن سيرين يضعون في أيديهم وما فيه الإباحة من هذه الآثار عندنا أوجه في النظر مما فيه الكراهية منها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم. (شرح معاني الآثار، صـ ٢٩، جـ ٢، باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح)

হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. ও হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. এ সম্পর্কে যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা নিম্নে তুলে ধরছি। হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. তাঁর ফতোয়ার মাঝে লিখেছেন,

"نکاح کے وقت چھوارے لٹانا مباح ہے، مگر اس وقت میں نہ (لٹانا) چاہئے، کیوکہ حاضرین کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے جزوی عمل کو کرنا کچھ ضروری نہیں اگرچہ ایسا لوٹنا درست ہو، مگر (چھوارے لٹانے والی یہ) روایت چنداں معتمد نہیں، اور اس کے فعل سے اکثر چوٹ آجاتی ہے، اگر مسجد میں نکاح ہو تو مسجد کی بے تعظیمی بھی ہوتی ہے، لہٰذا حدیث ضعیف پر عمل کرکے مسلم کی اذیت کا موجب ہونا اور مسجد کی شان کے خلاف فعل ہونا مناسب نہیں، اور اس روایت کو لوگوں نے ضعیف لکھا ہے" (فتاوی رشیدیہ، مطبوعہ رحیمیہ دیوبند، ص: ۴۵۹ و ۴۶۷)

'বিয়ের সময় শুকনো খেজুর ছুড়ে ছুড়ে বিলি করা জায়েয মাত্র। কিন্তু বর্তমান যুগে এভাবে ছুড়ে না মারাই সমীচিন। কেননা এতে উপস্থিত লোকজন কষ্ট পান। এমন গৌণ কাজ করা ততটা জরুরি নয়। যদিও এভাবে ছুড়ে বিলি করা জায়েয। কিন্তু শুষ্ক খেজুর ছুড়ে বিলি করা সম্পর্কিত এই বর্ণনাগুলো মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। আর এ ধরনের কাজের কারণে অধিকাংশ মানুষ ব্যথা পান। বিয়ের আকদ মসজিদে

সম্পন্ন হলে শুষ্ক খেজুর ছুড়ে মারার কারণে মসজিদের অসম্মানও হয়। কাজেই যঈফ হাদিসের ওপর আমল করতে গিয়ে মুসলিমকে কষ্ট দেওয়ার কারণ হওয়া ও মসজিদের মর্যাদার পরিপন্থী কাজ করা সমীচিন নয়। এ বর্ণনাকে সবাই যঈফ লিখেছেন।' [ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, রহিমিয়া দেওবন্দ কর্তৃক প্রকাশিক সংস্করণ। পৃষ্ঠা– ৪৫৯ ও ৪৭৬]

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. লিখেছেন,

"حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت فاطمہؓ کے نکاح میں) ایک طبق خرمہ کا لے کر بکھیر دیا، اس روایت کو ذہبی وغیرہ محدثین نے ضعیف کہا ہے اور غایت مافی الباب (زائد سے زائد) سنت زائدہ ہوگا، مگر قاعدہ شرعیہ ہے کہ جہاں امر مباح یا مستحب میں کسی مفسدہ کا اقتران ہو جائے اس کو ترک کردینا مصلحت ہے، اس معمول میں آج کل اکثر رنج وتکرار کی نوبت آجاتی ہے، اس لئے تقسیم پر کفایت کریں" (اصلاح الرسوم: ص: ۹۱)

রাসূলুল্লাহ ﷺ (হযরত ফাতেমা রাদি. এর বিয়েতে) এক রেকাবি খোরমা খেজুর নিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ বর্ণনাকে যাহাভিসহ প্রমুখ মুহাদ্দিসিন যঈফ বলেছেন। কাজেই এ কাজ বেশির থেকে বেশি সুন্নতে যায়েদা হবে। আর শরিয়তের মূলনীতি হলো, যদি কোনো মুবাহ কাজ বা মুসতাহাব কাজের মাঝে কোনো ফ্যাসাদ মিশে যায় তাহলে তা তরক করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যেহেতু খেজুর ছুড়ে মারার এ কাজটির কারণে অধিকাংশ সময় ব্যাথা, বেদনা ও একব্যক্তির হাতে একাধিক খেজুর চলে যাওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, এজন্যে হাতে হাতে বণ্টন করাই সমীচিন হবে। [ইসলাহুর রুসুম : ৯১]

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে এ কথা বেশ ভালোভাবে বুঝে আসে যে, সাধারণ খেজুর বা শুষ্ক খেজুর ইত্যাদি বিলি করা বা ছুড়ে বিতরণ করার সম্পর্ক স্রেফ বিয়ের সঙ্গে। ওলিমার দাওয়াতের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। ওলিমার দাওয়াত সম্পর্কে আমি আমার নিজস্ব অনুসন্ধানে পুরো হাদিস ভাণ্ডার তালাশ করে কোথাও এ তথ্য পাইনি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবায়ে কেরাম ওলিমার দাওয়াতে শুধু খেজুর বা শুকনো খেজুর বিলি

করে বা বিতরণ করেছেন। আর এই খেজুর বিলি করার মাধ্যমেই ওলিমা সম্পন্ন করেছেন। কিছু রেওয়াতে এ ঘটনা পাওয়া যায় যে, একবার এক ওলিমায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে বলেছেন, যার কাছে যা আছে, তা নিয়ে চলে এসো। তখন দেখা গেলো, কিছু সাহাবি খেজুর নিয়ে এসেছেন। কেউ ছাতু নিয়ে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলো দিয়েই ওলিমা সেরেছেন। খুব সম্ভব, এ রেওয়ায়েত থেকে কেউ কেউ এ অনুমান করে নিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওলিমার মাঝে খেজুর বিতরণ করেছেন বা খেজুরের মাধ্যমে ওলিমা সম্পন্ন করেছেন।

মূলত এ ঘটনা ঘটেছে হযরত সফিয়্যা রাদি. এর ওলিমার সময়। খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় পথিমধ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সফিয়্যা রাদি.-কে বিয়ে করেন এবং সকালে ওলিমার আয়োজন করেন। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'যার কাছে যেই অতিরিক্ত পাথেয় আছে, তা নিয়ে চলে আসো।'

তখন দেখা গেল, কেউ খেজুর এনেছে। কেউ পনির এনেছে। কেউ ঘি এনেছে। কেউ ছাতু এনেছে। ওই যুগে খেজুর, ঘি ইত্যকার বিভিন্ন জিনিস মিলিয়ে একটি বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন তৈরি হতো। ওই মিষ্টান্নের নাম হায়স (حيس)। ওই যুগে এটাকে খুবই মূল্যবান ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন মনে করা হতো। রাসূলুল্লা ﷺ এর নির্দেশ অনুসারে যখন খেজুর, ঘি, পনির ইত্যাদি জমা হয়, তখন সেগুলো একত্র করে মিষ্টির খামিরা তৈরি করার জন্যে একটি গর্ত খনন করা হয়। ওই গর্তের ওপর দস্তরখান পাতা হয়, যেন ঘি ইত্যাদি ছড়িয়ে না পড়ে। এরপর সেই গর্তের ভেতর সব উপাদান রেখে মিষ্টান্ন তৈরি করা হয়। ওই মিষ্টান্ন দিয়ে ওলিমা আয়োজন করা হয়। উপস্থিত সকল সাহাবি ওলিমায় যোগদান করে এ পরিমাণ মিষ্টান্ন খান যে, সবার পেট ভরে যায়। ঘটনাটি হযরত সফিয়্যা রাদি. এর বিয়েতে ঘটে। আপনাদের জন্যে সংশ্লিষ্ট সবগুলো হাদিসের ইবারত তুলে দিচ্ছি-

ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ قَالَ فَجَعَلَ

الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا. وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ فُحَصَتِ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَجِىءَ بِالأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا ثُمَّ جِىءَ بِالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَشَبِعَ الناس. (مسلم شريف ، باب فضيلة اعتاقه أمة ثم يتزوجها، حديث : ٣٤٨٥ و ٣٤٨٧)

فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا.

قال النووي : الحيس هو الأقط والتمر والسمن، يخلط ويعجن ومعناه جعلوا ذلك حيسًا ثم أكلوه. (فتح الملهم شرح مسلم للنووي ، فتح الملهم شرح مسلم صـ : ٥٨٤ ، ج : ٦)

সম্ভবত এটাই যেই হাদিস, যার ভিত্তিতে মাওলানা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর বিতরণ করার মাধ্যমে ওলিমা সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ইমাম নববি রহ. স্পষ্টাকারে লিখেছেন যে, মূল ঘটনা হলো, ওই সময় কয়েক পদের খাবার মিলিয়ে একটি মূল্যবান মিষ্টান্ন তৈরি করা হয়েছিল। উপাদানগুলোর একটি হচ্ছে খেজুর। যেই মিষ্টান্ন সবাই পেট পুরে খেয়েছিলেন। কাজেই সেই ঘটনাকে স্রেফ শুকনো খেজুর বিলি করা বা ছুড়ে মারা দাবি করা প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। কোথায় খেজুর বণ্টন করা আর কোথাও মিষ্টান্ন খাবার দিয়ে আতিথেয়তা করা, এ দু'টোর মাঝে বিশাল পার্থক্য।

শুধু যয়নাব রাদি.-এর বিয়ের ওলিমাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ গোশত-রুটির আপ্যায়ন করেছিলেন, এ কথা বলা ভুল

মাওলানা সাদ সাহেবের এ কথাও পরিষ্কার ভুল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু হযরত যয়নাব রাদি. এর ওলিমার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে অতিথিদেরকে গোশত-রুটি দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন। অর্থাৎ অবশিষ্ট ওলিমাগুলোতে তিনি গোশত ইত্যাদির আয়োজন করেননি। বরং তিনি তাঁর অভ্যাস অনুসারে সাধারণ খেজুর, শুকনো খেজুর ইত্যাদি বিলি করে

ওলিমা করিয়েছিলেন। হাদিসের ব্যাখ্যাকারকগণের বক্তব্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মাওলানার এ বয়ান আদৌ সঠিক নয়। কেননা হাদিসের ব্যাখ্যাকারকগণ বলেছেন, হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ের যে ওলিমা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বকরির গোশত দিয়ে সম্পন্ন করেছিলেন, তার কারণ হলো, ওই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামর্থ্য এতটুকুই ছিল যে, তিনি শুধু একটি বকরি দিয়েই ওলিমা সম্পন্ন করতে পারবেন। এর পূর্বের ওলিমাগুলোতে এতটুকু আর্থিক সঙ্গতিও ছিল না বলে, তিনি সেসময় গোশতের পরিবর্তে খেজুরের মিষ্টান্ন দিয়ে ওলিমা সম্পন্ন করেছিলেন। যার বিবরণ ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হজর রহ. আল্লামা আইনি রহ. ও আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. প্রমুখ লিখেছেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সেই পরিমাণ আর্থিক সঙ্গতি থাকত তাহলে তিনি হযরত যয়নাব রাদি. এর ওলিমার মত সবগুলো বিয়েতেই গোশত-রুটির আয়োজন করতে পারতেন। আল্লামা আইনি ও হাফেয ইবনে হজর রহ. এর ইবারত নিম্নে তুলে ধরছি–

قال الحافظ في الفتح وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصدًا لتفضيل بعض النساء على بعض ، بل بإعتبار ما اتفق، وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها ، لأنه كان أجود الناس .

হাফেয ইবনে হজর রহ. ফাতহুল বারি গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইবনে বাত্তাল এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীর ওপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্যে এমন গোশত-রুটির আয়োজন করেননি; বরং তিনি করেছেন, তাঁর ওই সময়কার আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করে। তিনি যদি প্রত্যেক স্ত্রীর ওলিমার সময় বকরি পেতেন তাহলে অবশ্যই তা দিয়েই ওলিমা আয়োজন করতেন। কেননা তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে মুক্তহস্ত দাতা।' [ফাতহুল বারি, পৃ– ২৯৬, খ– ৯, অধ্যায়– ৭০, হাদিস– ৫১৭১]

وكذا قال العيني في شرح البخاري وأيضاً قال : قوله أولم بشاة هذا ليس للتحديد وإنما وقع اتفاقًا .

'অনুরূপ বক্তব্য আইনি রহ. তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে দিয়েছেন। তিনিও বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'অন্তত একটি বকরি দিয়ে হলেও ওলিমার আয়োজন করো'। এর অর্থ এ নয় যে, একটাই হতে হবে। এখানে ব্যক্তির সক্ষমতার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।'

وقال صاحب التوضيح لا شك أن من زاد في وليمته فهو أفضل واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال ، قلت (أي قال العيني ؒ.) الذى ذكره الكرماني هو أحسن الوجوه . (عمدة القاري شرح بخارى ص : ١٥٥، ج : ٢٠)

'তাওযিহ' গ্রন্থের লেখক লিখেছেন, ব্যক্তি তার ওলিমার মাঝে যদি পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাহলে এটা একদিকে তার জন্যে উত্তম হবে, অন্যদিকে পরিবার ও সম্পদের বরকত লাভের দুআপ্রাপ্তির অধিক সহায়ক হবে। আমি (আল্লামা আইনি) বলি, কিরমানির অভিমতটিই আমার কাছে সর্বোত্তম মনে হয়েছে।' [উমদাতুল কারি শরহু বুখারি, পৃ– ১৫৫, খ– ২০]

হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ের সময় যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আর্থিক সঙ্গতি পূর্বাপেক্ষা বেড়ে গিয়েছিল, এজন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যয়নাব রাদি. এর ওলিমাতে একটি বকরির গোশত যুক্ত করতে পেরেছিলেন। এরপর খায়বার বিজিত হওয়ার পর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মায়মুনা রাদি.-কে বিয়ে করেন তখন তাঁর আর্থিক সঙ্গতি ও সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন তিনি হযরত মায়মুনা রাদি. এর বিয়ের ওলিমার আয়োজনে একাধিক বকরি যুক্ত করে শানদার ওলিমার আয়োজন করেছিলেন। (দাওয়াতের কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে) রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ওলিমাতে কাফেরদেরকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু কাফেররা সেই নিমন্ত্রণে সায় দেয়নি। পূর্ণ বিবরণ হাদিসের দুই জগদ্বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনি রহ. ও হাফেয ইবনে হজর রহ. উল্লেখ করেছেন,

فالذي يظهر أنه لما أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها

فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة لأن ذلك كان بعد فتح خيبر، وقد وسع الله على المسلمين منذ فتحها عليهم . (فتح الباري ص : ٢٩٦، ج : ٩، باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض ، باب ٦٩ ، حديث ٥١٧١، عمدة القاري شرح بخاری ص : ١٥٥، ج : ٢٠)

'কাজেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উমরাতুল কাযা আদায় করার সময় মক্কায় অবস্থান করছিলেন তখন তিনি মায়মুনা বিনতে হারেস রাদি. এর বিয়ের পর ওলিমার আয়োজন করেন এবং সেই ওলিমায় মক্কার লোকদেরকে অংশগ্রহণের নিমন্ত্রণ পাঠান; কিন্তু তারা অস্বীকার করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ওলিমাতে একাধিক বকরি দিয়ে আতিথেয়তা করেছিলেন। কারণ, তখন খায়বার বিজয়ের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আর্থিক সঙ্গতি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল। খায়বার বিজয়ের পর থেকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্যে জীবিকা প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।' [ফাতহুল বারি, পৃ- ২৯৬, খ- ৯, অধ্যায়- ৬৯, হাদিস, ৫১৭১। উমদাতুল কারি, পৃ- ১৫৫, খ- ২০]

হাদিসের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনি রহ. ও হাফেয ইবনে হজর রহ. এর উপর্যুক্ত লেখাগুলো সামনে রেখে আপনি এবার মাওলানা সাদ সাহেবের নিম্নের কথাগুলো বিশ্লেষণ করুন,

"سوائے حضرت زینبؓ کے کہ اس میں آپ نے گوشت روٹی کا اہتمام کیا، حضرت زینبؓ اس پر فخر کرتی تھی کہ میرے نکاح میں گوشت روٹی کا انتظام ہوا ہے، اللہ کی شان کہ آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی. "

'ব্যতিক্রম হলো, হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ে। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ গোশত-রুটির আয়োজন করেন। হযরত যয়নাব রাদি. এ নিয়ে গর্বও করে বেড়াতেন যে, আমার বিয়েতে গোশত-রুটির আয়োজন করা হয়েছিল। আল্লাহর

কুদরত দেখুন, তাঁর যে বিয়ে তাঁর চিরন্তন অভ্যাস থেকে সরেছিল, সেই বিয়েতে তিনি কষ্ট পেয়েছেন।'

মাওলানার এ কথাগুলো কতটুকু বাস্তব? হাফেয ইবনে হজর রহ. ও আল্লামা আইনি রহ. এর পরিষ্কার লেখাগুলো সামনে রাখলে পৃথিবীর যেকোনো মানুষ খুব সহজেই এ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক গোশত-রুটির ওলিমার আয়োজন হযরত যয়নাব রাদি. এর সঙ্গে খাস ছিল না; বরং আর্থিক সঙ্গতি চলে আসার পর তিনি অন্যান্য উম্মাহাতুল মুসলিমিনের বিয়েতে এরচেয়ে বেশি আয়োজন করেছেন। একাধিক বকরি দিয়ে ওলিমা সম্পন্ন করেছেন। আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. এর বক্তব্যানুসারে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আর্থিক সঙ্গতি থাকতো তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সবগুলো ওলিমাতেই এমন আয়োজন করতেন। আফসোসের বিষয় হলো, মাওলানা সাদ সাহেব এ ধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে পূর্ণ শক্তিমত্তার সঙ্গে বয়ান করেছেন। সেখানে যদি বিশ লক্ষ শ্রোতা থাকে তাহলে সেই বিভ্রান্তিকর বয়ান শুনে কমপক্ষে দশ লক্ষ মানুষ পরের দিন থেকেই সেই কথা অবশ্যই আরো দশ-বিশ জায়গায় বারবার বলা শুরু করে দেবে। অনেক মানুষ সে মুতাবেক আমল করা শুরু করে দেবে। এভাবেই উম্মতের কাছে বিভ্রান্তিকর বয়ান পৌঁছাতে থাকবে। বলুন, এর মাধ্যমে দ্বীনের কত বড় ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে! এ কারণেই সচেতন উলামায়ে কেরাম সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মাওলানাকে অবশ্যই এ ধরনের বিভ্রান্তিকর বয়ান ও ইজতিহাদ পরিপূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। কাজেই যাদের হাতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা আছে, তাদের দায়িত্ব হলো, উলামায়ে কেরাম ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব হলো, তারা মাওলানার এ ধরনের বয়ানের ওপর শতভাগ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন। দ্বীন, শরিয়তের হিফাযত, উম্মতের হিফাযত ও আমানত রক্ষার দায়িত্ববোধ থেকে তাঁদেরকে অবশ্যই এই কঠোর উদ্যোগ নিতে হবে।

উম্মত শুষ্ক খেজুর বিলি করাকে ওলিমা মনে করে না, এটি কি উম্মতের ভুল?

মাওলানা সাদ সাহেব তার সেই বয়ানে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে বলেছেন,

"آج اگر کوئی چھوارے کھلا دے ولیمہ میں تو کوئی ولیمہ نہ مانے گا، کوئی اس کو

ولیمہ نہ مانے گا، حالانکہ آپ کی ساری شادیاں ایسی ہی ہوئی ہیں، سوائے حضرت زینبؓ کے۔الخ"

'আজ যদি কেউ ওলিমার অনুষ্ঠানে শুষ্ক খেজুর বিলি করে তাহলে কেউ এটাকে ওলিমা মানবে না। কেউ একে ওলিমা স্বীকার করবে না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সবগুলো বিয়ে এভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। ব্যতিক্রম হলো, হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ে।'

লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওলিমার ক্ষেত্রে উম্মতকে কী নির্দেশনা দিয়েছেন? তিনি কি ওলিমায় সাধারণ খেজুর বা শুকনো খেজুর বিলি করা বা ছুড়ে প্রদান করাকে পসন্দ করতেন, না-কি তিনি ওলিমার মাঝে গোশত-রুটির আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছেন? ইমাম বুখারি রহ. তাঁর সহিহ গ্রন্থে 'বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়ে' একটি শিরোনাম দিয়েছেন, باب الوليمة ولو بشاة অর্থাৎ 'ওলিমার আয়োজন করো, একটি বকরি দিয়ে হলেও'। এ শিরোনামের অধীনে তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদি. এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যখন তিনি জনৈক আনসারি মহিলাকে বিয়ে করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং নির্দেশনা দেন, أولم ولو بشاة – 'ওলিমা করো, একটি বকরি দিয়ে হলেও'।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনি রহ. ও হাফেয ইবনে হজর রহ. দুজনই বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ أولم ولو بشاة – 'ওলিমা করো, একটি বকরি দিয়ে হলেও'। এখানে একটি বকরির কথা বলা হয়েছে সর্বনিম্ন সংখ্যা হিসেবে। উদ্দেশ্য হলো, কমপক্ষে একটি বকরির ওলিমা হওয়া দরকার। যদি আর্থিক সক্ষমতা থাকে তাহলে এরচেয়ে অধিক বকরি যুক্ত করতে পারো।

যেমন, আইনি রহ. লিখেছেন,

قال العيني : قاله : "أولم ولو بشاة" قال بعضهم كلمة "لو" هنا للتمنى، قلت : ليس كذلك، بل هي للتقليل ، نحو تصدقوا ولو بظلف محرقة . (عمدة القاري شرح بخارى ، باب الوليمة بشاة ، ص : ١٥٤، ج : ٢٠)

'আইনি রহ. বলেন, কিছু কিছু লোক বলে, এখানে لو এসেছে আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হিসেবে। আমি বলি, তেমন নয়; বরং এখানে এসেছে সর্বনিম্ন সংখ্যা বোঝাতে। যেমন, এক হাদিসে এসেছে, তোমরা আগুনে পোড়া পশুর পায়ের ক্ষুর হলেও সদকা করো।' [উমদাতুল কারি শরহে বুখারি, পৃ : ১৫৪, খ : ২০]

আল্লামা ইবনে হজর রহ. লিখেছেন,

ليست " لو" هذه الامتناعية و إنما هي التي للتقليل . (فتح الباري : ٢٩٢، ج : ٩)

'এখানে لو নাকচ বোঝাতে আসেনি; বরং সর্বনিম্ন সংখ্যা বোঝাতে এসেছে।' [ফতহুল বারি শরহে বুখারি, পৃ– ২৯২, খ– ৯]

স্পষ্ট কথা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর উম্মতকে বকরির মাধ্যমে ওলিমা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন অবশ্যই সেটি গোশতের আয়োজন যুক্ত ওলিমাই হবে। কেননা বকরির ভেতরে গোশত-ই থাকে; সেখানে তাজা খেজুর বা শুকনো খেজুর থাকে না। কাজেই যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ গোশতের আতিথেয়তা সমৃদ্ধ ওলিমার আয়োজন করার নির্দেশ উম্মতকে দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম সেভাবে আয়োজনও করেছেন তখন মাওলানা সাদ সাহেবের এ বক্তব্যের কী অর্থ যে,

"آج اگر کوئی چھوارے کھلادے ولیمہ میں تو کوئی ولیمہ نہ مانے گا،"

'আজ যদি কেউ ওলিমার অনুষ্ঠানে শুষ্ক খেজুর বিলি করে তাহলে কেউ এটাকে ওলিমা মানবে না।'

এখানে নিজ থেকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ কি আছে? খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ফরমান থেকে যেখানে বোঝা যাচ্ছে যে, আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও ওলিমার মাঝে স্রেফ খেজুর বা শুষ্ক খেজুর বিলি করলে ওলিমার হক কখনই আদায় হয় না; কেননা খেজুর বা শুষ্ক খেজুর বিলি করা ওলিমার সুন্নত নয়; এটি বিয়ের আকদ অনুষ্ঠানের সুন্নত।

আফসোসের বিষয় হলো, মাওলানার এ কথাটি বিশ লক্ষ মানুষ শুনেছে। তার ভক্তদের কাছে তার কথা পাথরে লেখা সনদের মান রাখে। এখন কত মানুষ তার কথা নকল করে বেড়াচ্ছে! কত মানুষ ইতোমধ্যে তার

কথার ওপর আমল করা শুরু করে দিয়েছে! আমরা মনে করি, মাওলানাকে অবশ্যই এ জাতীয় বিভ্রান্তিকর বয়ান থেকে তাৎক্ষণিক তাওবা ইসতিগফার করে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে এ ধরনের সকল বিভ্রান্তিকর বয়ান থেকে রুজু করতে হবে এবং আগামীতে হাদিসের পরিপন্থী এ জাতীয় বয়ান থেকে নিজেকে শতভাগ নিবৃত্ত রাখতে হবে।

সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত রাদি. নিয়মিত গোশত-রুটি দিয়ে ওলিমা আয়োজন করেছেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পর এখন সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর জীবনচিত্র তুলে ধরছি। দেখুন, তাঁরা কীভাবে ওলিমার মাঝে গোশত-রুটির আয়োজন রাখতেন। আমি নিম্নে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরছি–

১.

পৃথিবীতে অনেক পদের গোশত রয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবি হযরত ইয়াযিদ ইবনুল আসম রাদি. বলেন, 'আমাদেরকে একবার মদিনার একটি ওলিমার অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হলো। সেখানে আমাদের সামনে তেরোটি 'দব্ব' (সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী) এর গোশত পেশ করা হয়। দব্ব হলো একটি মূল্যবান প্রাণী। এর গোশত খুবই শক্তিশালী ও সুস্বাদু। প্রাণীটি দুর্লভ। সাহাবায়ে কেরাম বেশ সাগ্রহে এ প্রাণীর গোশত একে অপরকে হাদিয়া পাঠাতেন। যেমনটি মুসলিম শরিফের বর্ণনায় পাওয়া যায়। হযরত ইয়াযিদ ইবনুল আসম রাদি. বলেন, ওলিমার অনুষ্ঠানে আমাদের সামনে দব্ব প্রাণীর গোশত রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপস্থিত সাহাবিদের কেউ কেউ সেই গোশত খেয়েছেন, কেউ কেউ খাননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বলেন, আমি এর গোশত খাই না। তবে কেউ খেলে নিষেধও করি না। এ ঘটনা ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহিহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদিসের ইবারত দেখুন,

عن يزيد بن الأصم قال دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبًا، فآكل وتارك الخ. (مسلم شريف، كتاب الصيد الذبائح ، حديث : ٥٠١٤ ، فتح الملهم ص : ٤٤٢، ج : ٩)

২.

আরেক সাহাবি আবু উসায়দ আস-সায়েদি রাদি. যখন বিয়ে করেন তখন তিনি ঘটা করে বিয়ের আয়োজন করেন। সেখানে পূর্ণ সাড়ম্বরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেও দাওয়াত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সহ সব অতিথিদের জন্যে তিনি যথোপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করেন। খাবার শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্যে বিশেষভাবে তৈরিকৃত খেজুরের শরবত পেশ করা হয়। এই শরবত তাঁর নববধূ নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। খাবারের আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর যখন সেই শরবত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে পেশ করা হয় তখন তিনি তা পান করেন। হাদিসের ভাষ্য দেখুন,

دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه ، فكانت إمرأة يومئذ خادمتهم وهي عروس قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إياه .

'আবু উসায়দ আস-সায়েদি রাদি. রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেন। ওই অনুষ্ঠানে তাঁর সদ্য বিবাহিত স্ত্রী নিজেই সেবিকার দায়িত্ব পালন করেন। সাহল রাদি. বলেন, 'তোমরা কি জানো, সেই মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কী পান করিয়েছিলেন? তিনি আগের রাতে পানপেয়ালার ভেতর কিছু খেজুর ঢেলে রাখেন। খাবারের পর সেই বিশেষ পানীয় পরিবেশন করেন।'

অন্য বর্ণনায় আছে,

وفي رواية فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك . (مسلم شريف، كتاب الأشربه ، حديث : ٥٢٠١ و ٥٢٠٣ ، فتح الملهم ص : ٥٣٦ ، ج : ٩)

৩.

যখন ফাতিমাতুয যাহরা রাদি. এর সঙ্গে সাইয়্যেদুনা আলি রাদি. এর বিয়ে সম্পন্ন হয় তখন হযরত আলি রাদি. ওলিমার আয়োজন নিয়ে

উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। খেজুর ইত্যাদি বিলি করে সীমিত পর্যায়ে ওলিমার আয়োজন করার মত আর্থিক সঙ্গতি অবশ্য তখন তাঁর ছিল। কেননা ওই সময় তিনি বদর যুদ্ধের গনিমতের সম্পদ থেকে কিছু সম্পদ পেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি হযরত ফাতিমা রাদি. এর সম্মানে বিস্তৃত পরিসরে আয়োজন করে ওলিমা করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সে পরিমাণ আর্থিক সঙ্গতি তখন তাঁর ছিল না। সেই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে তিনি বনু কায়নুকা গোত্রের একজন স্বর্ণকার সঙ্গীকে রাজি করান যে, দু'জনে মিলে ইযখির নামের মূল্যবান ঘাষ কিনে আনবেন এবং সেই পণ্য দিয়ে ব্যবসা করে তার অর্থ দিয়ে ঘটা করে ওলিমার আয়োজন করবেন। নিম্নের হাদিসে সেই আলোচনা উঠে এসেছে,

وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعى صائغ من بني قينقاع فاستعين به على وليمة فاطمة .

'আমি পরিকল্পনা করলাম, দু'জনে মিলে বিক্রির উদ্দেশ্যে ইযখির ঘাষ বহন করে নিয়ে আসব। আমার সঙ্গে ছিল বনু কায়নুকা গোত্রের এক স্বর্ণকার। আমি সেই পরিকল্পনা থেকে ফাতেমার ওলিমায় আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করি।'

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

واعدت رجلًا صواغًا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت ان أبيعه من الصوّاغين فاستعين به في وليمة عرسي .

(مسلم شريف، كتاب الأشربة ، حديث : ٥٠٩٩ ، ٥١٠١ ، فتح الملهم ص : ٤٩٢ ، ٤٩٤ ج : ٩)

'আমি বনু কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকারকে রাজি করালাম যে, সে আমার সঙ্গে যাবে। আমরা দু'জন মিলে ইযখির ঘাষ আমদানি করব। আমার পরিকল্পনা ছিল, এগুলো স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রি করে আমার বিয়ের ওলিমার আর্থিক সংস্থান করব।' [মুসলিম শরিফ, কিতাবুল আশরিবা, হাদিস- ৫০৯৯-৫১০১। ফতহুল মুলহিম, পৃষ্ঠা : ৪৯২-৪৯৪, খণ্ড : ৯]

এভাবে পূর্ণ প্রস্তুতির পর হযরত আলি রাদি. হযরত ফাতিমা রাদি. এর জন্যে ঘটা করে ওলিমা আয়োজন করেন। তার ওলিমার ওই আয়োজনকে ওই সময়কার সবচেয়ে উত্তম ও সাড়ম্বর ওলিমা মনে করা হতো। তবরানি শরিফের বর্ণনায় হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে, যা হাফেয ইবনে হজর রহ. বর্ণনা করেছেন যে, ওই যুগের সবচেয়ে শানদার ওলিমার অনুষ্ঠানটি হযরত আলি রাদি. আয়োজন করেছিলেন। বর্ণনার মাঝে কী শব্দ এসেছে, দেখুন,

فقد أخرج الطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت : لقد أولم على بفاطمة ، فما كانت وليمة في ذلك الزمن أفضل من وليمته . (فتح الباري : ٢٩٩ ، ج : ٩ ، باب : ٧١)

'আলি রাদি. হযরত ফাতেমা রাদি. এর সম্মানে ওলিমার আয়োজন করেন। ওই যুগে তাঁর এই ওলিমার আয়োজন থেকে উত্তম আয়োজন আর কেউ করেনি।'

উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলো ও সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর ঘটনাগুলোর ওপর দৃষ্টি দিন। এরপর বলুন, এখন কি এ কথা বলার সুযোগ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওলিমা এমন হতো যে, তিনি স্রেফ খেজুর বিলি করতেন বা শুষ্ক খেজুর ছুড়ে মারতেন। আর ব্যস, ওলিমা হয়ে যেতো! তর্কের খাতিরে যদি মাওলানা সাদ সাহেবের কথাটি সত্য মেনে নিই তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, সাহাবায়ে কেরাম রাদি.গণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নত ও হাদিসের ওপর আমল করেননি। শত শত বছর ধরে হাদিসের ব্যাখ্যাকারকগণ-সহ পুরো উম্মত গাফলতির মাঝে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এ যুগে এসে আল্লাহর এক বান্দা এ শ্লোগান তুলেছেন যে, খেজুর বা শুষ্ক খেজুর বিলির মাধ্যমে ওলিমা সম্পন্ন করা দরকার। গোশত-রুটির ওলিমার কারণে যদি খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেতে পারেন তাহলে উম্মত কীভাবে এই কষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচাবে! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার জানা দরকার যে, সুন্নতের ওপর আমল করার কারণে কেউ কষ্ট পায় না; বরং এই সুন্নতের কারণে কল্যাণ ও বরকত নেমে আসে।

যে বিয়েতে রাসূলুল্লাহ সা. গোশত-রুটির ওলিমা করেছেন, সে বিয়েতে কষ্ট পেয়েছেন, এ ধরনের বয়ান আদৌ সঙ্গত নয়

মাওলানা সাদ সাহেব তাঁর বয়ানে বলেছেন,

> اللہ کی شان کہ آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی، ... سوچنے کی بات ہے ہم غور کریں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت روٹی کے انظام کی وجہ سے الخ."
>
> আল্লাহর কুদরত যে, তাঁর যে বিয়ে তাঁর চিরন্তন অভ্যাস থেকে সরেছিল, সেই বিয়েতে তিনি কষ্ট পেয়েছেন।... এটা চিন্তার বিষয়। আমরা চিন্তা করি যে, যদি মুহাম্মদ ﷺ এর গোশত-রুটির আয়োজন করার কারণে...'

হায় আফসোস! মাওলানার এ কথা শুনলে এ মানসিকতা গড়ে উঠবে ও সবাই এ প্রভাব গ্রহণ করবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবসময়ের অভ্যাস খেজুর বিলি করার বিরুদ্ধে গিয়ে গোশত-রুটি দিয়ে ওলিমার আয়োজন করেছিলেন। এ কারণেই তাকে কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কেমনযেন তিনি বোঝাচ্ছেন, নিত্যনৈমিত্তিক মামুল থেকে সরার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ভর্ৎসনা আসে। যার কারণে তিনি কষ্টের সম্মুখীন হন। মাওলানার কথাগুলো শুনলে নির্ঘাত এ কথা ব্রেনে আসবে।

মাওলানার এ কথা আদ্যোপান্ত ভুল। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতিটি কথা ও প্রতিটি কাজ আল্লাহর ওয়াহি অনুসারে, আল্লাহর মর্জি মুতাবেক নিষ্পন্ন হতো। আল্লাহ তাআলা নিজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলেছেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ○ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ○

'এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।' [সূরা নাজম : ২-৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনই এমন কোনো কথা বলেননি বা এমন কোনো কাজ করেননি, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে। কখনো যদি তিনি নিজ উদ্যোগে অর্থাৎ নিজের ইজতিহাদে এমন কোনো কাজও করেন, যে

কাজটিকে তর্কের খাতিরে ভুল ধরেও নিই, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংশোধনী চলে এসেছে। এটাই তাঁর ইজতিহাদের বৈশিষ্ট্য।

হযরত সফিয়্যা রাদি. এর বিয়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মানের ওলিমা করেছেন, ওই সময়ের জন্যে ওটাই আল্লাহর মর্জি ছিল। হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বকরির গোশত দিয়ে যেই ওলিমা করেছেন, ওই সময়ের জন্যে সেটাই আল্লাহর মর্জি ছিল। হযরত মায়মুনা রাদি. এর বিয়ের সময় একাধিক বকরি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেই ওলিমার আয়োজন করেছেন, ওই সময়ের জন্যে সেটাই আল্লাহর নির্দেশ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহর নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তিনি সবসময় নিজেকে আল্লাহর শারঈ বিধানের অনুগত রাখতেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোনো আমল সম্পর্কে এ কথা বলা যে, 'তিনি সেখানে তাঁর চিরন্তন অভ্যাস বিসর্জন দিয়েছেন। এজন্যে কষ্ট পেয়েছেন' এ ধরনের মন্তব্য ভুল ও বিভ্রান্তিকর। কেননা তিনি যাই করতেন, আল্লাহর শরিয়তের অনুগত হয়েই করতেন। পরিবেশ-পরিস্থিতি কেমন হবে, তা আল্লাহর কুদরতি বিষয়। বান্দা যেকোনো পরিবেশে, যেকোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহর শরিয়ত মানতে বাধ্য। হ্যাঁ, পরিবেশ-পরিস্থিতি কেমন হবে, সেটি যেহেতু আল্লাহর কুদরতি বিষয়, কাজেই তার ওপর বান্দার নিয়ন্ত্রণ নেই। বান্দাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তার ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এখন যদি কেউ এ কথা বলে যে, শরিয়তের বিধানের ওপর আমল করার কারণে তিনি কষ্ট পেয়েছেন, তাহলে তা পরিষ্কার ভুল হবে।

দ্বিতীয় কথা হলো, তিনি যে বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিয়েতে নিজের নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস বিসর্জন দিয়ে গোশত-রুটির আয়োজন করেছেন, সেই বিয়েতে কষ্ট পেয়েছেন।" তার এ কথা বাস্তবতারও পরিপন্থী। কেননা এর থেকেও বেশি কষ্ট রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই বিয়েতে পেয়েছেন, যে বিয়েতে তিনি গোশত-রুটির ওলিমা করেননি। আমরা সেই বিয়ের আলোচনা পুস্তিকার শুরুতে করেছি। হযরত সফিয়্যা রাদি.কে বিয়ে করার পর, উঠিয়ে আনার সফরেই যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন, তখন ঘরে প্রবেশের পূর্বেই হঠাৎ তাঁর

বাহনটি হোঁচট খেয়ে বসে। ওই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনের ওপর ছিলেন। নববধু হযরত সফিয়্যা রাদি. নবীজির পেছনেই বসা ছিলেন। যার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতে পড়ে যান। হযরত সফিয়্যা রাদি.ও নিচে পড়ে যান। খানিকটা আঘাতও পান। খানিকটা পর্দার ব্যাঘাতও ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে তৎক্ষণাৎ হযরত সফিয়্যা রাদি. এর জন্যে পর্দার ব্যবস্থা করেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদি. বলেন, উপস্থিত আমরা সবাই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে ফেলি। ওই সময় আমরা কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ বা হযরত সফিয়্যা রাদি. এর দিকে তাকাইনি। ওই সময় মদিনার কিছু মহিলা হযরত সফিয়্যা রাদি.কে কিছু কটাক্ষ কথাও বলতে শুরু করে। যেই কথাগুলো মরার ওপর খরার ঘায়ের মত পৃথক কষ্ট দিচ্ছিল। আমরা সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। এখানে বলার বিষয় হলো, হযরত সফিয়্যা রাদি. এর বিয়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ের চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন নানা ভাবে। মুসলিম শরিফের বর্ণনায় যার পূর্ণ বিবরণ উঠে এসেছে,

رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَطِيَّتَهُ قَالَ : وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ فَعَثَرَتْ مَطِيَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصُرِعَ وَصُرِعَتْ قَالَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلاَ إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَتَرَهَا - قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ «لَمْ نُضَرَّ». قَالَ : فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ جَوَارِى نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا. (مسلم شريف، حديث : ٣٤٨٧، فتح الملهم، صـ ٥٨٦، جـ ٦)

এ হাদিসে বর্ণিত পুরো বিবরণ সামনে রেখে আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিন যে, মাওলানার এ কথাটি কীভাবে সঠিক হতে পারে যে, 'যেই ওলিমায় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের অভ্যাস থেকে সরে গোশত-রুটির আয়োজন করেছিলেন, সেই বিয়েতে তিনি কষ্ট পেয়েছেন।' যদি বাস্তবেই বিষয়টি এমন হতো তাহলে হযরত মায়মুনা রাদি. এর বিয়ের ওলিমাতে তো রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বেশি আয়োজন করেছিলেন। সেখানে একাধিক বকরি ছিল। মাওলানা সাদ সাহেবের চিন্তাধারা অনুসারে তো রাসূলুল্লাহ

ﷺ এ ওলিমায় তাঁর চিরন্তন অভ্যাস পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছিলেন। এ বিয়েতে তো তাঁর আরো বেশি কষ্ট পাওয়ার দরকার ছিল। এর বিপরীতে হযরত সফিয়্যা রাদি. এর বিয়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু গোশত-রুটির কোনো আয়োজন রাখেননি; বরং খেজুরের ওলিমা করেছিলেন। কাজেই সে বিয়েতে কোনো ধরনের কষ্ট না পাওয়ার দরকারই ছিল। অথচ বাস্তবতা হলো, এ বিয়েতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন। পার্থক্য শুধু এতটুকুতে যে, হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেই কষ্টটি পেয়েছেন, তা ওলিমা থেকে ফারিগ হওয়ার পর পেয়েছিলেন। কুরআন কারিমের এ আয়াতে সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে,

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ .... الخ. (سورة احزاب : ٢٢)

'অতপর তোমরা খাওয়া শেষে আপনাআপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক।' [সূরা আহযাব, আয়াত- ৫৩। পারা- ২২]

হযরত সফিয়্যা রাদি. এর বিয়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কষ্ট পেয়েছেন এবং তাঁর নববধুও যে কষ্ট পেয়েছেন, সেই কষ্ট তাঁরা পেয়েছিলেন ওলিমার পর ঘরে প্রবেশ করার পূর্বেই। কিন্তু সেই কষ্টের কথা কুরআন কারিমে উল্লেখ করা হয়নি। হাদিস শরিফে উল্লেখ রয়েছে। কুরআন কারিমে কেন উল্লেখ করা হয়নি, এ কথা বলে কেউ এ দাবি করতে পারে না যে, হযরত সফিয়্যা রাদি. এর বিয়ের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পাননি। অবশ্যই পেয়েছেন। বরং হযরত যয়নাব রাদি. এর ঘটনার চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছেন।

একটি নজির পেশ করছি। হযরত আয়েশা রাদি. একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন যে, ওহুদ যুদ্ধের দিনে আপনার জাতি আপনাকে যেই কষ্ট দিয়েছে, এটাই কি আপনার জীবনে সবচেয়ে বেশি কষ্টের দিন? না-কি ওহুদ যুদ্ধের চেয়েও বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন, এমন দিনও আছে?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম আকাবা দিবসে (অর্থাৎ তায়েফের ঘটনায়।) অথচ কুরআন

কারিমের কোথাও সেই কষ্টের উল্লেখ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফের ঘটনা খুলে বলেন। যেই ঘটনা পৃথিবীর সবাই জানে। হাদিসের ভাষ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি–

إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال : لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة .. الخ. (مسلم شريف، حديث : ٤٦٢٩ ، كتاب الجهاد والسير ، فتح الملهم ، ص : ١٦٨، ج : ٩)

কাজেই কুরআন কারিমের মাঝে হযরত সফিয়্যা রাদি. এর ঘটনার উল্লেখ না থাকার কারণে কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন যয়নাব রাদি. এর ঘটনা থেকেও বেশি কষ্ট পাননি। কাজেই বাস্তবতা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পরিমাণ কষ্ট পেয়েছিলেন, তারচেয়ে অধিক কষ্ট পেয়েছেন হযরত সফিয়্যা রাদি. এর বিয়ের সময়। যেমনটি উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মাণ হয়। অথচ হযরত সফিয়্যা রাদি. এর বিয়ের ওলিমা তিনি গোশত ছাড়াই সম্পন্ন করেছিলেন। এর বিপরীতে হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ের ওলিমায় গোশতের পদ ছিল। কাজেই মাওলানা সাদ সাহেবের এ কথা কীভাবে সঠিক হয় যে,

اللہ کی شان کہ آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی ."

আল্লাহর কুদরত যে, তাঁর যে বিয়ে তাঁর চিরন্তন অভ্যাস থেকে সরেছিল, সেই বিয়েতে তিনি কষ্ট পেয়েছেন।’

মাওলানার এ বক্তব্য সুস্পষ্টত হাদিসপরিপন্থী।

চতুর্থ কথা হলো, হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কী কষ্ট পেয়েছেন? কষ্টটি হলো, ওলিমার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরও কয়েকজন সাহাবি অনেক ক্ষণ বসেছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়। যেমনটি মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এসেছে,

وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ..... وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ .. الخ. (سورة الأحزاب : ٢٢)

মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব রহ. লিখেছেন,

جب آپ پھر گھر میں واپس آئے تو یہ لوگ وہیں موجود تھے، آپ کے لوٹنے کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا تو منتشر ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لائے تو تھوڑا سا وقت گزارا تھا کہ آپ پھر باہر تشریف لائے، آپ نے یہ آیت حجاب جو اسی وقت نازل ہوئی تھی پڑھ کر سنائی : یَا اَیُّہَا الَّذِیْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُیُوْتَ النَّبِیِّ اِلَّا اَنْ یُّؤْذَنَ لَکُمْ .. الخ. (معارف القرآن ص : ٢٠٢، ج : ٧، سورۂ احزاب)

‘যখন ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় ঘরে ফিরে আসেন তখন এই লোকেরা সেখানে উপস্থিত ছিল। ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ফেরার পর তারা বিষয়টি বুঝতে পারে। তখন তারা স্থান ছেড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেন। সেখানে কিছু সময় কাটিয়েই তিনি পুনরায় বাইরে চলে আসেন। তখন ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজাবের এই আয়াতসমূহ, যা ওই সময় অবতীর্ণ হয়েছিল, সবাইকে পড়ে শোনান– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ .. الخ। [মাআরিফুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ২০২। খণ্ড : ৭। সূরা আহযাব]

হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ের অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেই কষ্ট পেয়েছিলেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুরো উম্মতের জন্যে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়। এর আগে হযরত উমর রাদি. দীর্ঘ দিন ধরে পর্দার ব্যাপারে পরামর্শ জানিয়ে আসছিলেন। পর্দার এই বিধান তো পুরো

উম্মতের জন্যে রহমত, বরকত ও প্রভূত কল্যাণের মাধ্যম হয়ে এসেছে। এ ধরনের কল্যাণবাহী কষ্টের আরো কিছু নজির রয়েছে।

যেমন, এক যুদ্ধে হযরত আয়েশা রাদি. এর হার হারিয়ে গিয়েছিল। যার ফলে কাফেলার সবাইকে সফর বন্ধ রাখতে হয় এমন একটি স্থানে, যার আশপাশে কোথাও পানি নেই। পানিশূন্যতার কারণে সবাইকে ভীষণ কষ্টের ধকল পোহাতে হচ্ছিল। ওই সময় তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। যার পরিপ্রক্ষিতে প্রখ্যাত সাহাবি হযরত উসাইদ ইবনে হুদায়র রাদি. হযরত আয়েশা রাদি.কে সম্বোধন করে বলেন, 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দিন। আপনাকে জড়িয়ে যখনই কোনো অপ্রিয় কাণ্ড ঘটেছে, আল্লাহ তাআলার সেই কাণ্ডে আপনার জন্যে ও মুসলমানদের জন্যে বড় ধরনের কল্যাণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কাজেই আমাদের চোখে এটি আপনার বরকতের প্রথম দর্শন নয়।' সেমতে বুখারি শরিফের বর্ণনায় এসেছে,

وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذٰلِكَ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ ذٰلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا، وفي رواية فقال أسيد بن حضير ما هي بأوَّل بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِيْ بَكْرٍ. (بخاري شريف ص : ٤٨، باب التيمم، ہنديہ)

হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কষ্ট পেয়েছিলেন, সেই কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়। এই বিধান নিঃসন্দেহে কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য পুরো উম্মতের জন্যে প্রভূত কল্যাণ ও রহমত বয়ে করে এনেছে। এই বিধানের মাধ্যমে নারীদের পর্দা ও সতিত্বের হিফাযতের ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ এই সাময়িক কষ্ট ও মানসিক অপ্রিয়তাও পুরো উম্মতের জন্যে রহমত ও প্রভূত কল্যাণ বহন করে এনেছে। অথচ এটাকেই মাওলানা সাদ সাহেব বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ে নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস বিসর্জন দেওয়ার কারণে কষ্ট পেয়েছেন।

আমার উপর্যুক্ত লেখাগুলো পড়ার পর আপনারা আরেকবার মাওলানা সাদ সাহেবের আলোচিত বয়ানটি পড়ুন এবং সে আলোকে সিদ্ধান্ত নিন যে, মাওলানার ওই কথাগুলো কি শত শত হাদিস ও হাদিসবিশ্লেষকদের সুস্পষ্ট অভিমতের পরিপন্থী নয়?...

চৌদ্দশ বছরের দীর্ঘ মুদ্দতে কোনো ফকিহ, মুজতাহিদ ও হাদীসের ব্যাখ্যাকরক কি কখনো এমন কথা বলেছেন, যা লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে মাওলানার বলা বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়?...

মাওলানার এ ধরনের বয়ান অবশ্যই উম্মতকে ভুল বার্তা দিচ্ছে। এখন বাস্তবতা স্পষ্ট হওয়ার পর খোদ মাওলানা সাদ সাহেবের করণীয় কী? তার ব্যাপারে অন্যান্য আলেম, দাঈ ও মুবাল্লিগদের করণীয় কী? তাবলীগের অভ্যন্তরে প্রভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি রয়েছে, এমন ব্যক্তিবর্গের করণীয় কী? তা আল্লাহকে সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা জেনে আপনারা নিজেরাই ভাবুন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফিকাহ — ২৬ রজব ১৪৩৯ হি.
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ — ১৩ এপ্রিল ২০১৮ ঈ